বাগেরহাটে ঈদ জামাতের ব্যাপক প্রস্তুতি : কোথায়, কখন জামাত

?

বাগেরহাটের বিশ্ব ঐতিহ্যের (ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ) অংশ ঐতিহাসিক ষাটগুম্বুজ মসজিদে দক্ষিণাঞ্চলে ঈদের সর্ববৃহৎ ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় ছয়শ বছরের পুরানো এই মসজিদে সকাল সাড়ে ৭টায় প্রথম, সাড়ে ৮টায় দ্বিতীয় ও ৯টায় তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। ঈদুল আজহাকে ঘিরে প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ষাটগম্বুজ মসজিদে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করবেন। দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক ষাটগুম্বুজ মসজিদে ঈদের জামাতে স্থানীয় মুসল্লি ছাড়াও দেশী বিদেশী পর্যটকরা নামাজ আদায় করে আসছেন।

এছাড়া বাগেরহাট শহরের আলিয়া মাদ্রাসা ঈদগাহে সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে, হযরত খানজাহান (রহ:) মাজার জামে মসজিদ সকাল ৮টায়, পুরাতন কোর্ট মসজিদ সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে, মিঠা পুকুর পাড় জামে মসজিদ ৭টা ৪০ মিনিটে, সোনাতলা আউলিয়াবাদ জামে মসজিদ সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে, খারদ্বার ঈদগাহ ময়দান সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে, হরিনখানা জামে মসজিদ ৭টা ৩৫ মিনিটে, নাগের বাজার হাজী আরিফ জামে মসজিদ ৭টা ৩৫ মিনিটে, পিসি কলেজ জামে মসজিদ ৭টা ৩৫ মিনিটে, নতুন কোর্ট জামে মসজিদ ৭টা ৪৫ মিনিটে, সড়ক ও জনপথ জামে মসজিদ ৭টা ৪৫ মিনিটে, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল জামে মসজিদ ৭টা ৪৫ মিনিটে, পৌর পার্ক জামে মসজিদ ৭টা ৪৫ মিনিটে, দড়াটানা জামে মসজিদ ৭টা ৪৫ মিনিটে ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া বাগেরহাটের ৯ টি উপজেলার বিভিন্ন জামে মসজিদ ও ঈদগাহে বিভিন্ন সময়ে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসন সুত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
ষাটগুম্বুজ ইউপি চেয়ারম্যান শেখ আক্তারুজ্জামান বাচ্চু বলেন, ষাটগুম্বুজ মসজিদে পবিত্র ঈদুল আজহার প্রধান ও সর্ববৃহৎ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া এই মসজিদে আরও দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এখানে জেলার বাইরের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশ নেবেন। সে উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তারা একাধিকবার ষাটগুম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন ও

স্থানীয়দের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

বাগেরহাটের পুলিশ সুপার পংকজ চন্দ্র রায় বলেন, পবিত্র ঈদুল আজহার জামাত শান্তিপূর্ণভাবে করতে গুরুত্বপূর্ণ মসজিদগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সন্দেহভাজনের মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে দেহ তল্লাসী করে বড় জামাতগুলোতে ঢুকতে দেয়া হবে। এছাড়া জেলা জুড়ে পুলিশি টহল ও সাদা পোশাকে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবে।

বাগেরহাটের জেলা মো: মামুনুর রশীদ বলেন, পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে স্থানীয়দের সাথে আইনশৃংখলার মিটিংসহ বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ঈদের জামাত ও আনন্দ উপভোগের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহনসহ পটকা, আতসবাজি ফুটানো বন্দ, রেকর্ডার ও মাইকের মাধ্যমে গান না বাজানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কোমল পানীয় বিক্রির নামে রাস্তার পার্শে ও মোড়ে অস্থায়ী ষ্টল তৈরী থেকে বিরত থাকার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাগেরহাটের তিনটি পৌরসভার নির্ধারিত স্থানে পশু কোনবানী করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।